গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
জাতীয় আয়কর দিবস ২০১০
৩১ ভাদ্র ১৪১৭, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০
দিন বদলের অঙ্গীকার, সবাই হবো অংশীদার

অঙ্গসজ্জায় ঃ দি নিউ এ্যাড মিউজিয়াম

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

৩১ ভাদ্র ১৪১৭
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জাতীয় আয়কর দিবস ২০১০ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অন্যতম উৎস হলো আয়কর। সমৃদ্ধ অর্থনীতি গঠনের পাশাপাশি আয়কর সম্পদের সুষম বন্টনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে একটি কার্যকর ও সুষম আয়কর ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই।

আমি আশা করি, দিবসটি পালনের মাধ্যমে আয়কর প্রদানে জনগণ উৎসাহিত হবে এবং আয়কর প্রদানের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের অংশীদার হবে। এ প্রেক্ষিতে, আয়কর দিবস ২০১০ এর প্রতিপাদ্য, 'দিন বদলের অঙ্গীকার, সবাই হবো অংশীদার' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আয়কর নিরুপণ ও প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ এবং আয়কর প্রদানের সুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাই।

আমি জাতীয় আয়কর দিবস ২০১০ এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, গত বছরের মত এ বছরও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে জাতীয় আয়কর দিবস উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। দিবসটি উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে আমি দেশের সম্মানিত করদাতাগণকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং কর সংস্কৃতির লালন ও বিকাশে সকলের কার্যকর সহযোগিতা কামনা করি।

জাতি হিসেবে আমাদেরকে মর্যাদাবান ও আত্মনির্ভরশীল হতে হলে নিজস্ব সম্পদ-নির্ভর উন্নয়ন প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে। এ জন্য অধিক হারে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ করা প্রয়োজন। জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট অর্জনকারী বর্তমান সরকার তার প্রথম কার্যদিবস থেকেই জনগণের বিপুল প্রত্যাশা পূরণে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবে। তবে সরকারকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছুতে হলে প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ সম্পদের কাঙ্খিত প্রবাহ। আর এজন্য প্রয়োজন কর সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কর সংস্কৃতির লালন ও বিকাশ। এক্ষেত্রে জাতীয় আয়কর দিবস বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। জাতীয় আয়কর দিবসে এবারে আর একটি ঘোষণা দেয়ার সুযোগ নিচ্ছি। এ বছর থেকে ভবিষ্যতের জন্য বছরের একটি নির্দিষ্ট দিন ৩০ সেপ্টেম্বর হবে আয়কর রিটার্ণ দাখিলের শেষ তারিখ। এতে কোন পরিবর্তন কোনদিন করা হবে না। ৩০ সেপ্টেম্বর বন্ধ বা ছুটি হলে তার পরের কর্মদিবস হবে সে মোক্ষম দিবস।

জাতীয় আয়কর দিবসে সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদী করদাতাগণকে সরকারের পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদানের ফলে দেশের কর সংস্কৃতির বিকাশ ত্বরান্বিত হবে বলে আমি মনে করি। আমি রাষ্ট্রীয় সম্মাননাপ্রাপ্ত করদাতাগণকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই এবং ২০২১ সালের মধ্যে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্যে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।

'দিন বদলের অঙ্গীকার, সবাই হবো অংশীদার'- জাতীয় আয়কর দিবস ২০১০ এর এ চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশ গড়ার সংগ্রামে সকলের কার্যকর অংশগ্রহণ কামনা করছি। কর প্রদান সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক।

আমি আয়কর দিবস ২০১০ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল মাল আবদুল মুহিত

بسم الله الرحمن الرحيم

সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
এবং
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০ দেশে তৃতীয় বারের মত জাতীয় আয়কর দিবস উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। জাতীয় আয়কর দিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি দেশের সম্মানিত সকল করদাতাকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আয়কর একদিকে সরকারের রাজস্ব আহরণের অন্যতম প্রধান উৎস, অপরদিকে এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, প্রায় পনের কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা মাত্র সাত লাখের মত। এ ধরনের অবস্থা আমাদের জন্য মোটেই সুখকর নয়। দেশকে উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে হলে সামর্থ্যবান সকলের আয়কর প্রদান করা আবশ্যক।

বর্তমান সরকার তার প্রথম বাজেটেই আয়কর বিভাগের অটোমেশন, সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস ও সম্প্রসারণ করার পাশাপাশি বিদ্যমান আয়কর আইন সহজীকরণের মাধ্যমে করদাতা-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং কর ভিত্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে আয়কর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সরকারের এই দূরদর্শী সুবিবেচনার ফলে দেশে আয়কর খাতের কাঙ্খিত উন্নয়ন ঘটবে এবং ২০২১ সালের মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যথোপযুক্ত ভূমিকা রাখতে পারবে।

জাতীয় আয়কর দিবসে সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদী করদাতাগণকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মাননা প্রদানের ফলে করদাতাগণ আয়কর প্রদানে আরো বেশী উৎসাহবোধ করবেন বলে আমি মনে করি। জাতীয় আয়কর দিবস উদ্‌যাপন দেশে কর সংস্কৃতির লালন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ

জাতীয় আয়কর দিবস ২০১০
আমিনুর রহমান
সদস্য (আয়কর নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

মানব সভ্যতার বিবর্তনে সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব ও তার ক্রমবিকাশে কর বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন সভ্যতার উন্মেষ হতে শুরু করে মধ্য যুগের সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এবং সমকালীন আধুনিক কল্যাণকামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ কর। প্রকৃতপক্ষে সভ্যতার বিকাশের সাথে করের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সভ্যতার ক্রমবিকাশে করের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ স্যামুয়েলসন বেছে নিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি অলিভার ওয়েন্ডেল হোমস এর উদ্ধৃতি। উদ্ধৃতিটি হলো "Taxes are what we pay for a civilized society"। অর্থাৎ কর আহরণ বৃদ্ধি করেই সর্বোত্তম নাগরিক সুবিধা বাড়ানো সম্ভব।

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন দর্শন হলো 'রূপকল্প ২০২১'। স্বাধীনতার ৫০ বৎসর পূর্তিতে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের আধুনিক ও কল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলাই এ রূপকল্পের মূল লক্ষ্য। এজন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন প্রয়োজনীয় সম্পদের সমাবেশ ঘটানো। মর্যাদাশীল একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে সম্পদের এরূপ সমাবেশ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ লক্ষ্যে এমন একটি আধুনিক কর ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ইত্যাদিকে বাধাগ্রস্থ না করে সহজ এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতে কর আহরণ করবে। ষ্টিগলিট্‌জ, মাসগ্রেভ, ট্যানজি, টগলার প্রমুখ অর্থনীতিবিদের মতে একটি আদর্শ কর ব্যবস্থার কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো হলো ন্যায্যতার নীতি, প্রশাসনিক সহজীকরণ, সহজে পরিবর্তনশীল প্রভৃতি। কর আরোপ পদ্ধতি সম্পর্কে একটি মতবাদ হলো কর ব্যবস্থা হতে হবে করদাতারা যে সুফল পান তার সাথে সম্পর্কিত। অন্যদিকে আরেকটি মতবাদ বলে যে, এটি হবে করদাতাদের কর প্রদানের সমতার সাথে সংশ্লিষ্ট। বাংলাদেশের বিদ্যমান আয়কর আইনটি ১৯৮৪ সালে প্রণীত হলেও আইনগত ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে আসছে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছরে রাজস্ব আহরণের পরিমান ছিল ০.১০৪ বিলিয়ন টাকা। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭০.৬৮ বিলিয়ন টাকা। ১৯৭২-৭৩ সালে করদাতার সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার যা ২০০৯-১০ অর্থ বছরের প্রান্তিকে দাঁড়িয়েছে ২.৭ মিলিয়ন। মোট কর রাজস্বের মধ্যে আয়কর রাজস্বের হিস্যাও উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে সংগৃহীত কর রাজস্ব ৬২০ বিলিয়ন টাকার মধ্যে আয়কর রাজস্বের হিস্যা ছিল ২৭%। বিগত বছরগুলোতে আয়কর খাতের অব্যাহত প্রবৃদ্ধি আমাদের আশান্বিত কতে তোলে।

২০০৯-২০১০ অর্থবর্ষের কর রাজস্বের বিভাজন

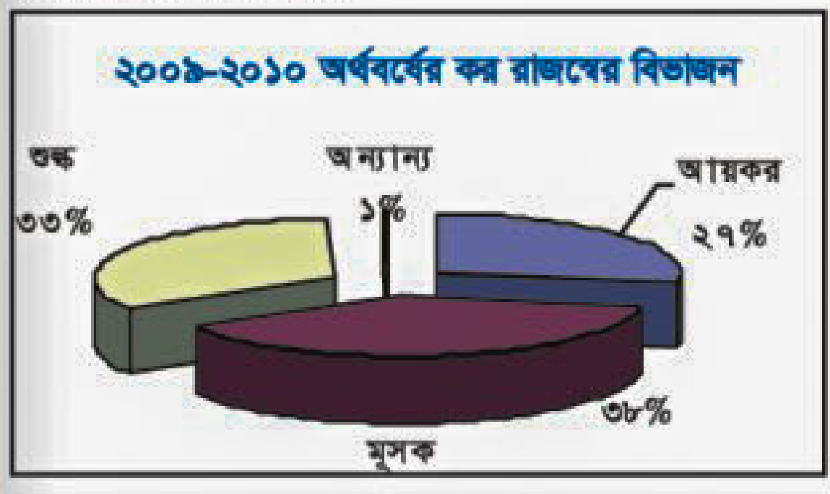

সংগৃহীত আয়কর রাজস্বের ধারা (বিলিয়ন টাকায়)

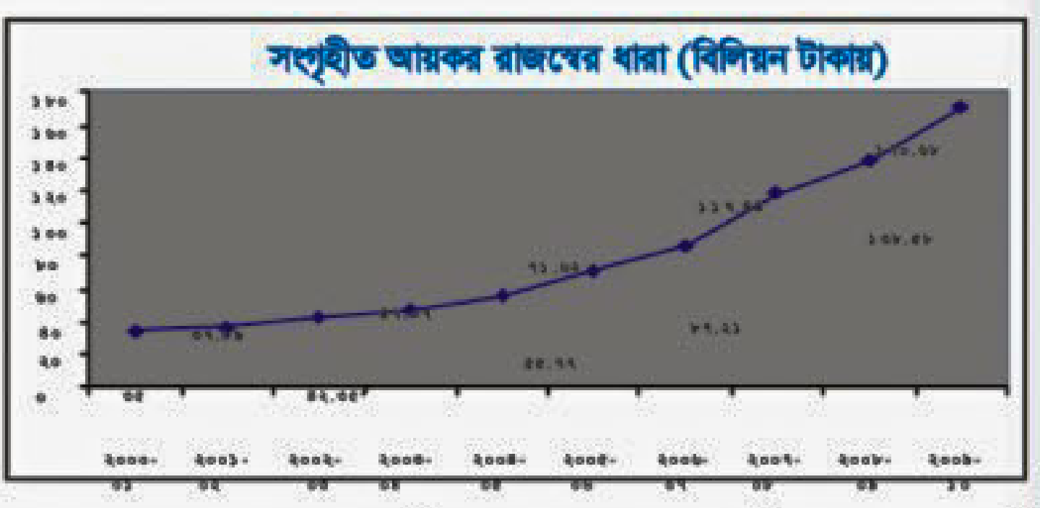

বিগত এক দশকের আয়কর আদায় চিত্র দেখলে আমরা দেখব যে, দশকের ২য় ভাগে প্রবৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত বেশী। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে আয়কর খাতে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৬৫.৬০ বিলিয়ন টাকা। যার রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে ১৭০.৬৮ বিলিয়ন টাকা। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫.০৮ বিলিয়ন টাকা বেশী রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে। শুধু রাজস্ব সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে তাই নয়, করদাতাগণ আয়কর বিভাগের উপর ক্রমান্বয়ে বেশী আস্থা রাখছেন। যার প্রমাণ মিলে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি থেকে। এ বছর পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ১৫.৫১% বেশী আয়করদাতারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রিটার্ণ দাখিল করেছেন। বিবিধ সংস্কার, পদ্ধতিগত জটিলতা দূরীকরণ, করদাতাদের আস্থা অর্জনে গৃহীত নানা পদক্ষেপ এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

তবে এর পরেও উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশের তুলনায়ও আমাদের করজিডিপি হার কম। ১৫ কোটি জনসংখ্যার এ দেশে করদাতার সংখ্যাও যথেষ্ট কম। তাই সামনের দিনগুলোতে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে-

করদাতার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা; কর ঃ জিডিপি অনুপাত পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা;

নতুন করদাতাদের চিহ্নিত করে তাদের করের আওতায় আনা হলে কর বিভাগ ও বেসরকারী জরিপ প্রতিষ্ঠানের যৌথ টীম এ লক্ষ্যে শহরাঞ্চলে ও গ্রোথ সেন্টারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। জরিপে চিহ্নিত করদাতাদের আয়করের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করার কার্যক্রম চলছে। পাশাপাশি তাদের আইনী সেবাও দেয়া হচ্ছে। সে সাথে রাজউক, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, শুল্ক কর্তৃপক্ষ, বিদ্যুৎ বিভাগ, গ্যাস কোম্পানী ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে করদাতাদের তথ্য সংগ্রহের জন্য টীম কাজ করে যাচ্ছে। এতে করে করদাতাদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

কর রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য একদিকে করদাতাদের উৎসাহ ও উদ্বুদ্ধকরণ জোরদার করা হয়েছে। অন্যদিকে কর কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সমতাবৃদ্ধি করা হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলের কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কর ফাঁকি দ্রুত চিহ্নিত করে কর ফাঁকিবাজদের কার্যকর শাস্তির আওতায় আনা হচ্ছে।

জনগণের ব্যাপক ম্যান্ডেট নিয়ে ২০০৮ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে এটাই কাম্য।

আয়কর বিভাগ জনগণের এই অংশগ্রহণে সক্রিয় ও উন্নততর সেবা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে আয়কর বিভাগে একটি উন্নত সেবাধর্মী ও দক্ষ সংগঠন গড়ে তোলার দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে। আয়কর বিভাগ মনে করে এজন্য প্রয়োজন কর প্রদান ব্যবস্থাকে আরও সহজ ও বান্ধব করে তোলা। প্রযুক্তিগত বিশেষত তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সেবার মান বাড়ানো। অন্যদিকে এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে একদিকে করদাতারা সহজেই নিজের করদায় হিসাব করতে পারেন এবং কর প্রদান করতে পারেন। অন্যদিকে এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে কর ফাঁকি প্রদান চিহ্নিত করা সহজ হয় ও করফাঁকি দেয়া দুরূহ হয়ে পড়ে।

এলক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যেসব কর্মসূচী হাতে নিয়েছে তা নিম্নরূপঃ

(ক) ছোট করদাতাদের জন্য One Stop Service এর ব্যবস্থা, যার আওতায় করদাতাদের রেজিষ্ট্রেশন, রিটার্ণ দাখিল এবং কর প্রদান একসাথে করা যাবে। ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীগণ নিজ কর্মস্থলে এ সেবা নিতে পারবেন;

(খ) ছোট করদাতাদের জন্য এক পাতার সহজ আয়কর রিটার্ন ফরম প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে করে সহজে তারা আয়কর রিটার্ণ পূরণ করতে পারবেন;

(গ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েব সাইটে tax calculator সংযোজন করা হচ্ছে। করদাতাগণ এর সাহায্যে আয়করের হিসাব করতে পারবেন;

(ঘ) আয়কর সংক্রান্ত ব্যাখ্যা পুস্তিকা আকারে এবং Wessite এ দেয়া হয়েছে। আয়কর বিষয়ক পরামর্শকেন্দ্র রিটানর্ণ দাখিলের সময় চালু করা হয়েছে যা করদাতাদের মান সম্মত সেবা প্রদান করছে;

(ঙ) কর ফাঁকি রোধ চিহ্নিত করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর সংক্রান্ত একটি তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে। এতে করে করদাতার আয় সংক্রান্ত অনেক তথ্য কর কর্মকর্তারা জানতে পারবেন এবং কর ফাঁকি চিহ্নিত করণের একটি স্বচ্ছ ধারা সৃষ্টি হবে।

গণতান্ত্রিক সরকারের কাংঙ্খিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়ে আয়কর বিভাগও অংশীদার হওয়ার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সেবার কর্মসূচী আয়কর বিভাগ হাতে নিয়েছে। এজন্য গৃহীত কর্মসূচী নিম্নরূপঃ

(ক) অন লাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের কর্মসূচী ২টি কর অঞ্চলে এ বছর সেপ্টেম্বরের মধ্যে চালু করা হচ্ছে। যার আওতায় ঐ কর অঞ্চলের করদাতাগণ ই-মেইলে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবে;

(খ) ই-পেমেন্টের জন্য কর্মসূচী ইতোমধ্যে হাতে নেয়া হয়েছে। এতে করে করদাতাদের আয়কর পরিশোধের জন্য আয়কর অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না;

(গ) আয়কর রেকর্ড ও ব্যবস্থাপনা কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য MIST প্রকল্পের আওতায় কাজ এগিয়ে চলেছে। এতে করে আয়কর সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা ও রেকর্ড সংরণ স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। সেই সাথে দ্রুত ও নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।

যে কোন কর্মযজ্ঞের কাংঙ্খিত লক্ষ্য স্বতঃস্ফূর্ত পালন (voluntary compliance)। তাই করদাতাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য নানামূখী কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। প্রথমবারের মত প্রচার প্রাচারণার জন্য ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর আওতায় কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

সর্বোচ্চ করদাতাদেরকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে tax card চালু করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ, হাসপাতাল, রেলওয়ে ও বিমানে tax card ধারীরা প্রাধিকার সুবিধা পাবেন। এসব নানামূখী কার্যক্রমের সাথে করদাতাগণকে আরও সচেতন, আরও স্বতঃস্ফূর্ত ও আরও দায়িত্বশীল হতে উদ্বুদ্ধ করাই জাতীয় আয়কর দিবস, ২০১০ এর লক্ষ্য।

আয়কর আইনে জটিলতার জন্য করদাতারা কখনও কখনও সমস্যায় পড়েন। আয়কর আইন সহজীকরণ ও আয়কর আইনকে ঢেলে সাজানোর কাজও ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে।

উন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হলো সফল ও সমৃদ্ধ আয়কর খাত। ২০২১ সালের মধ্যে 'রূপকল্প বাংলাদেশ' গড়ার কর্মযজ্ঞ সফল করতে কর ভিত্তি সম্প্রসারণ করে আয়কর আদায় কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। এ লক্ষ্যে স্বনির্ভর অর্থনীতির স্বপ্ন বুকে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। অন্যদিকে করদাতারাও সকল শ্রেণী পেশা নির্বিশেষে গর্বের সাথে আয়কর প্রদান করবে এটিই প্রত্যাশা।

আয়কর বিষয়ক তথ্য কণিকা

০১.	আয়কর আহরণের দায়িত্ব প্রাপ্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কর অঞ্চল ও কর সার্কেল সমূহ
০২.	কর আহরণকারী কর অঞ্চল	১৮ টি
০৩.	কর সার্কেল	৩০৩ টি
০৪.	আপীলাত কর অঞ্চল	৫ টি
০৫.	প্রশিক্ষণ একাডেমী	১ টি
০৬.	করদাতার সংখ্যা	২৭,০৩,৮৭৪ জন
০৭.	আহরিত আয়করের পরিমাণ	
	ক. ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছর	১০.৩৬ কোটি টাকা
	খ. ২০০৯-১০ অর্থ বছর	১৭,০৬৭ কোটি টাকা
০৮.	প্রতি ১০০ টাকা আয়কর আহরণে ব্যয়	০.৭৬ টাকা
০৯.	কর জিডিপি অনুপাত	৮.৪৬%
১০.	জনসংখ্যার হিসাবে মাথাপিছু আহরিত আয়কর	৭৩০.৬৪ টাকা
১১.	দ্বৈত করারোপন পরিহার চুক্তি রয়েছে	২৯ টি দেশের সাথে
১২.	ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা	১,৬৫,০০০ টাকা
১৩.	মহিলা ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা	১,৮০,০০০ টাকা
১৪.	প্রতিবন্ধী করদাতার আয়ের করমুক্ত আয়ের সীমা	২০০,০০০ টাকা
১৫.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইট	www.nbr-bd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩১ ভাদ্র ১৪১৭
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০

বাণী

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০ দেশে জাতীয় আয়কর দিবস পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের সকল সম্মানিত করদাতা, আয়কর বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণকারী বর্তমান সরকার দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এ জন্য বিদেশী সাহায্য ও ঋণ নির্ভরতা হ্রাস করে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়কর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে দেশে কর সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করতে হবে। আয়কর কেবল সরকারের রাজস্ব আহরণের অন্যতম প্রধান খাত নয়, বরং এর মাধ্যমে সম্পদের সুষম বন্টন সুনিশ্চিত হয় এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

কর সংস্কৃতির কাঙ্ক্ষিত বিকাশের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার আয়কর বিভাগের অটোমেশন, সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদ্যমান আয়কর আইন সহজ করে কর-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করেছে। এর ফলে গত অর্থ বছরে আয়কর খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। আমি আয়কর খাতে অগ্রগতির এই ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাই।

জাতীয় আয়কর দিবস ২০১০ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

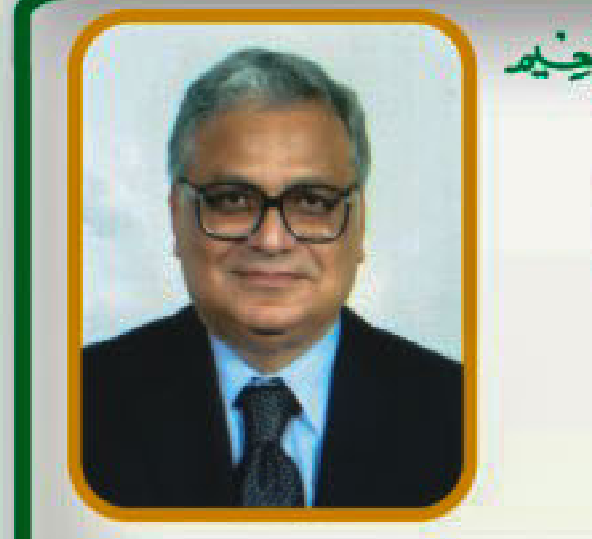

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১০ তারিখে দেশে তৃতীয় জাতীয় আয়কর দিবস পালিত হবে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সম্মানিত করদাতাদের জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং আয়কর প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক প্রশংসা।

আমাদের জাতীয় আয় ও রাজস্বের অনুপাত অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে। পরোক্ষ শুল্ক-কর অথবা পণ্য ও বাণিজ্য হতে প্রাপ্ত রাজস্বের তুলনায় পরোক্ষ কর অথবা আয়কর হতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ও অনুপাত কম। আয়করের ক্রমাগত বৃদ্ধি আশাব্যঞ্জক, যদিও মোট রাজস্বে এর অবদান এখনও তুলনামূলকভাবে কম। আয়করের অনুপাত ও পরিমাণ বাড়া আবশ্যক। আয়কর নীতি, কর নির্ধারণ ও সমন্বয় পদ্ধতি এবং আয়কর ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য সংস্কার ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ দরকার।

রাজস্বের বড় অংশ আসে পরোক্ষ শুল্ক-কর - অর্থাৎ আমদানী শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক হতে; এর সাথে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক-কর অর্থাৎ রেগুলেটরী ডিউটি যুক্ত হয়েছে। পরোক্ষ শুল্ক-করের সংখ্যা ও হার অধিক হবার ফলে শুল্ক-করদাতাদের মনে অনেক সময় অস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয়।

সর্বপ্রকার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং অর্থনৈতিক উদ্যোগকে প্রভাবিত করে। শুল্ক-কর নীতি ও ব্যবস্থাপনা ন্যায়সঙ্গত ও দক্ষ না হলে রাজস্ব প্রদানে এবং আহরণে অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টি হয়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর নীতি ও ব্যবস্থাপনার উন্নতি আবশ্যক।

আমি আশা করি আয়কর দিবসে কর আহরণে সফলতা উদযাপনের সাথে সাথে করনীতি ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে।

ড. মসিউর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

সদস্য
(কর প্রশাসন ও পরিচালনা)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বাণী

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০ জাতীয় আয়কর দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দিবসটি উদ্‌যাপন এবং ক্রোড়পত্র প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের জাতীয় বাজেটের একটি বিরাট অংশ বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর। স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে আমাদেরকে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে আরও অধিক তৎপর হতে হবে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পরোক্ষ করের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে আয়কর খাতে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের দিন বদলের অঙ্গীকার এবং জনগণের কাছে দেয়া নির্বাচনী ইস্তেহার বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জন একান্ত অপরিহার্য।

এ দেশে আয়কর প্রদানের বিষয়টি জনপ্রিয় নয়। অথচ কর প্রদানের সাথে জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আয়কর বিভাগ ও জনগণের মধ্যে যেমন দূরত্বের পরিবেশ বিদ্যমান, তেমনি করদাতাগণের মাঝে কর প্রদানের প্রতি অনীহা রয়েছে। এমতাবস্থায়, করদাতাদের মাঝে আস্থা তৈরী এবং আয়কর প্রদানের সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরী। কার্যকরী করবান্ধব পরিবেশ তৈরীর মাধ্যমে নতুনভাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এ উপলব্ধি থেকেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর খাতে বিভিন্নমুখী সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

একজন সুনাগরিকের অন্যতম প্রদান দায়িত্ব হলো যথাযথভাবে আয়কর প্রদান করা। কর প্রদানের মতো মহান দায়িত্ব যাঁরা পালন করেন, রাষ্ট্র তাদের ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকার করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়করদাতাদের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ করদাতাদের সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ প্রক্রিয়ায় করদাতাগণ সম্মানিত বোধ করবেন, জনগণের মাঝে কর প্রদানের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে এবং কর বিভাগের সংগে করদাতাদের দূরত্বের অবসান ঘটবে। জাতীয় পর্যায়ে আয়কর দিবস উদযাপন এবং করদাতাগণকে সম্মাননা প্রদানের ফলে বাংলাদেশে কর সংস্কৃতির বিকাশ ত্বরান্বিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

দেশে তৃতীয়বারের মত জাতীয় পর্যায়ে আয়কর দিবস উদ্‌যাপনের সকল আয়োজন সুসম্পন্ন করতে যাঁরা নিরলসভাবে কাজ করেছেন, তাঁদের প্রত্যককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমি জাতীয় আয়কর দিবস ২০১০ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

মোঃ বশির উদ্দিন আহমেদ

Sponsored by:
SMC
SOCIAL MARKETING COMPANY